আমাদের ভেষজ উদ্ভিদের রয়েছে গৌরবময় ঐতিহ্য। বিশ্ববাজারে বাড়ছে এর চাহিদা। ১৯৮০ সালে ছিল ৪.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ও ১৯৯৯ সালে বেড়ে দাঁড়ায় ৭০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। আর ২০৫০ সালে এর বাজার দাঁড়াবে ৫ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার। এই বিপুল চাহিদার যোগান দিতে সক্ষম আমরা। সৃষ্টি হ"Q রপ্তানির সুযোগ

...লিখেছেন **মারুফ রনি ও আবিদ হোসেন**

ভেষজ উদ্ভিদ রপ্তানি সম্ভাবনার নতুন দুয়ার

বনৌষধি, ভেষজ উদ্ভিদ সবই এ অঞ্চলের শত শত বছরের সম্পদ। উপমহাদেশের বনৌষধির খ্যাতি নতুন কোনো বিষয় নয়। নতুন হলো বিশ্ববাজারে এসব ভেষজ উদ্ভিদ এবং উদ্ভিজ্জাতে পণ্যের চাহিদা ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলেছে। তৈরি হয়েছে নতুন বাণিজ্য ক্ষেত্র। উদ্ভিদের অর্থনৈতিক গুরুত্ব বহুমাত্রিক হয়ে উঠেছে। আর তাই পৃথিবীতে বিভিন্ন প্রজাতির যে প্রায় ৫ লাখ রকমের উদ্ভিদ রয়েছে তা বাঁচিয়ে রাখতে উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে নানাভাবে। এ জন্য সবচেয়ে জরুরি হচ্ছে পরিকল্পিত বনায়ন।

এর মানে এই নয় যে, ইউক্যালিপটাস, আকাশমণি গাছ লাগাতে হবে। সম্প্রতি বিদেশের অর্থায়নে এই সমস্ত গাছ লাগানো হয়েছে যা বিভিন্ন রাস্তার দু'পাশে শোভা বৃদ্ধি করছে। কিন্তু পরিবেশের ওপর ফেলছে বিরূপ প্রভাব। এ গাছগুলোর শেকড় অন্যান্য গাছের তুলনায় মাটির অনেক গভীরে প্রবেশ করে। পানি শোষণ ক্ষমতাও বেশি। গভীর মাটির পানি শোষণ করার ফলে পানির স্তর নিচে নেমে যাচ্ছে। ফলে আশপাশের দেশী প্রজাতির গাছ পানির অভাবে এখন ধ্বংসের সম্মুখীন।

কিছু উদ্ভিদ রয়েছে যেগুলো প্রতিনিয়ত আমাদের ব্যবহার করতে হচ্ছে। তাই এ সমস্ত উদ্ভিদের অর্থনৈতিক গুরুত্ব রয়েছে। আমাদের মতো অতি ক্ষুদ্র একটি দেশের উচিত হবে এই সমস্ত উদ্ভিদ খুঁজে বের করা এবং এগুলোর বিস্তার ঘটানো। অর্থনৈতিক গুরুত্বসম্পন্ন একশ্রেণীর উদ্ভিদ হচ্ছে ভেষজ উদ্ভিদ। ভেষজ উদ্ভিদ বলতে প্রাণীর রোগ নিরাময়ে ব্যবহৃত সব উদ্ভিদকে বোঝানো হয়। আমাদের দেশে ঔষধি উদ্ভিদ হিসেবে পরিচিত অতি ক্ষুদ্র শৈবাল যেমন- স্পিরুলিনা, আগর ইত্যাদি। বিশাল অশ্বত্থ, ডুমুর এমনকি বটবৃক্ষের মতো উদ্ভিদও রয়েছে। এ দেশে প্রায় ৫৫০ প্রজাতির ঔষধি উদ্ভিদ রয়েছে।

ঔষধি উদ্ভিদের দেশীয় ব্যবহার

মানুষ রোগ নিরাময়ের জন্য এসব উদ্ভিদ আদিকাল থেকেই ব্যবহার করে আসছে। বিজ্ঞানীরা আধুনিক ওষুধের উপকরণও উদ্ভিদ থেকে উদ্ভাবন করেছে। যেমন- সিনকোনা থেকে কুইনাইন, আফিম থেকে মরফিন, ডিজিটালিস থেকে ডিজক্সিন প্রভৃতি। ল্যাবরেটরিতে ওষুধ তৈরির প্রক্রিয়াটাও এসেছে উদ্ভিদে বিদ্যমান বিভিন্ন সক্রিয় উপাদান থেকে। কালের বিবর্তনে চিকিৎসা উপকরণ হিসেবে ঔষধি উদ্ভিদের ব্যবহার আধুনিক হয়েছে। কিন্তু সেই তুলনায় আমাদের দেশে ঔষধি উদ্ভিদের ব্যবহার আধুনিক নয়। এই দেশে ঔষধি উদ্ভিদের ব্যবহার লোকজ চিকিৎসা নামেই বেশি পরিচিত। লোকজ চিকিৎসকগণ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নয় বরং অভিজ্ঞতা ও উত্তরসূরিদের কাছ থেকে প্রাপ্ত জ্ঞানের আলোকে চিকিৎসা দিয়ে থাকেন। এসব চিকিৎসকের মধ্যে বৈদ্য, ধর্মীয় চিকিৎসক, সাপুড়ে ইত্যাদি রয়েছে। এ ছাড়াও এ দেশে আরো কিছু চিকিৎসক আছেন যারা উদ্ভিদ আংশিক প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে ব্যবহার করে থাকেন। ঔষধি উদ্ভিদ পাউডার, পেস্ট অথবা হাতে তৈরি বটিকারূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সাধারণত গ্রাম্য হাকিম, কবিরাজ যাদের স্বল্প প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা রয়েছে তারাই এই কাজটি করে থাকেন।

দেশে ঔষধি উদ্ভিদের মাধ্যমে উন্নত চিকিৎসা পাওয়ার জন্য প্রয়োজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত চিকিৎসক। উদ্ভিদ বিজ্ঞানী ড. মোহাম্মদ আবুল হোসেন ২০০০কে বলেন, 'দেখা গেল সাধারণ মানুষ আমাশয়ের জন্য এমন একটি গাছ ব্যবহার করে আসছে যার 'এন্টি ব্যাক্টেরিয়াল এজেন্ট' নেই। আবার দেখা গেল অন্য একটি উদ্ভিদে 'এন্টি ব্যাক্টেরিয়াল' প্রচুর পরিমাণে রয়েছে। সুতরাং সাধারণ মানুষকে 'এন্টি ব্যাক্টেরিয়াল'যুক্ত উদ্ভিদ ব্যবহারে উৎসাহিত করার জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হারবাল চিকিৎসক প্রয়োজন। যারা ভেষজ উদ্ভিদের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল সেই ইউনানী ও আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসার জন্য ঢাকায় একটি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল রয়েছে। এখান থেকে প্রতিবছর ৫০ জন করে ইউনানী ও আয়ুর্বেদীয়ের ওপর অনার্স ডিগ্রি নিয়ে বের হচ্ছে। কিন্তু এদের চিকিৎসা প্রদানের পর্যাপ্ত সুযোগ নেই। এখানকার ইন্টার্নিরত এক ছাত্র ২০০০কে বলেন, 'আমাদের চেয়ে অশিক্ষিত গ্রাম্য হাতুড়ে ডাক্তার বেশি রোগীর চিকিৎসা করে'। সাধারণ মানুষ যাতে এসব প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত চিকিৎসকের সেবা পায়, সে জন্য সরকার প্রতিটি উপজেলার সরকারি হাসপাতালে এদের নিয়োগের ঘোষণা দিয়েছিলো। কিন্তু এখন পর্যন্ত এ ব্যাপারে কোনো অগ্রগতি নেই।

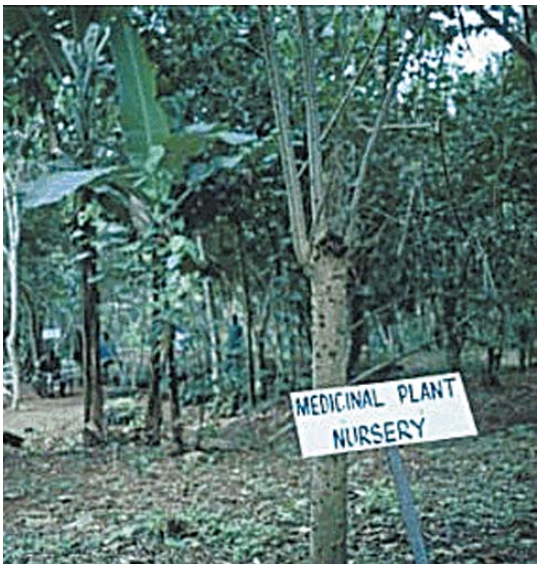

বিশ্ববাজারে চাহিদা বাড়ছে

সারা বিশ্বে শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াজাতকৃত ঔষধি উদ্ভিদের রয়েছে ব্যাপক চাহিদা। বিভিন্ন দেশ থেকে ইউরোপ ও আমেরিকা প্রতি বছর ৪ লাখ ৪০ হাজার মে. ট. ভেষজ উদ্ভিদ আমদানি করছে। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থ্যার তথ্য মতে ১৯৯০ সালে ২৩% মানুষ ভেষজ চিকিৎসার ওপর নির্ভর ছিল। ২০০০ সালে সেটা বেড়ে দাঁড়ায় ৩৭%। ১৯৯৯ সালের এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, বিশ্বে হারবাল ওষুধ বিক্রি হয়েছে ৭০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। কিন্তু ১৯৮০ সালে এর পরিমাণ ছিল মাত্র ৪.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। অর্থাৎ হারবাল ওষুধের চাহিদা বিশ্ববাজারে অতি দ্রুত সম্প্রসারিত হচ্ছে। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা পূর্বাভাস দিয়েছে, ২০৫০ সালে হারবাল ওষুধের বিশ্ববাজার দাঁড়াবে ৫ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার।

বিশ্ববাজারে এ চাহিদার একটি বিশাল অংশের যোগান দিচ্ছে চীন, ভারত ও পাকিস্তান। সে ক্ষেত্রে আমরা পিছিয়ে আছি অনেকখানি। কিন্তু সম্ভাবনা আমাদেরও রয়েছে। ভারত থেকে যেসব ভেষজ উদ্ভিদ রপ্তানি হচ্ছে সেগুলো আমাদের দেশেও প্রচুর পরিমাণে রয়েছে। দেশের বনগুলোতে নিম, হরিতকি, বহেরা, কালোমেঘ প্রভৃতি অযত্ন অবহেলায় বেড়ে উঠছে আদিকাল থেকে। কিন্তু এগুলো যে আমাদের অমূল্য সম্পদ, সেটা বুঝতে এ দেশের নীতিনির্ধারকরা অনেক সময় নিয়ে ফেলেছেন। চট্টগ্রামের পাহাড়ি অঞ্চল ও মধুপুর-ভাওয়াল গড়ের বনগুলোতে এক সময় প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যেত। কিন্তু এসব সম্পদের মূল্যায়ন করতে না পারায় অবহেলা, অযত্নে দিন দিন কমে যাচ্ছে। ফলে বিশ্বে এগুলোর চাহিদা থাকা সত্ত্বেও আমরা রপ্তানি করতে পারছি না।

দেশের বাইরে কোন দেশগুলোতে ভেষজ উদ্ভিদের কি পরিমাণ চাহিদা রয়েছে সেটা জানাতে পারেনি রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো। দেশীয় যে সমস্ত ভেষজ উদ্ভিদ রয়েছে সেগুলো কোন দেশে রপ্তানি সম্ভব, এ রকম কোনো পরিসংখ্যানও তাদের কাছে নেই। সাধারণভাবে জানা গেছে, ইউরোপ ও আমেরিকায় এসব ভেষজের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। দেশীয় ভেষজ কালোমেঘের ওপর আমেরিকায় গবেষণা চলছে। সেই গবেষণায় দেখা গেছে, এ উদ্ভিদে ক্যান্সার রোগের কিছু প্রতিষেধক উপাদান রয়েছে। নীতিনির্ধারকদের উচিত হবে কোন দেশগুলোতে এ সমস্ত ভেষজ রপ্তানি করা সম্ভব সেটা নির্ধারণ করা। ভেষজ উদ্ভিদ রোপণে কৃষকদের উৎসাহিত করে তোলা।

দেশীয় বাজারে ঔষধি উদ্ভিদ

বিশ্ববাজারের এই ব্যাপক চাহিদার প্রভাব সম্প্রতি বাংলাদেশেও পড়তে শুরু করেছে। ঔষধি উদ্ভিদের ওপর বর্তমানে উচ্চতর গবেষণা হচ্ছে। এ ছাড়াও ঔষধি উদ্ভিদ রোপণ, কোন এলাকায় ঔষধি উদ্ভিদ ভালো হবে এবং প্রজাতি শনাক্তকরণের কাজও চলছে। বর্তমানে 'ন্যাশনাল হার্বেরিয়াম' পার্বত্য চট্টগ্রামে ঔষধি গাছের প্রজাতি শনাক্ত করছে। আমাদের দেশে সরাসরি প্রক্রিয়াজাতকৃত ও রাসায়নিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে ঔষধি উদ্ভিদ থেকে সংগৃহীত রাসায়নিক উপাদানের ব্যবহারও হচ্ছে। হামদর্দ, এপি, সাধনা প্রভৃতি ওষুধ কোম্পানির ভেষজ ওষুধের চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে এ দেশে মোট ২৯৭টি ইউনানী, ১৯২টি আয়ুর্বেদীয় এবং ৭৭টি হোমিওপ্যাথিক ওষুধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এর মধ্যে ইউনানী ও আয়ুর্বেদী প্রতিষ্ঠানে সরাসরি ঔষধি উদ্ভিদ থেকে প্রস্তুতকৃত ওষুধের বাৎসরিক বাজারমূল্য প্রায় ৩০০ কোটি টাকা। বাজার চাহিদা দেখে, দুটি অ্যালোপ্যাথিক কোম্পানিও সরাসরি ওষধি উদ্ভিদ থেকে ওষুধ প্রস্তুত করছে। একমি ও স্কয়ার উভয়ই ৩টি করে হারবাল ওষুধ বাজারে ছেড়েছে।

প্রসাধন শিল্পেও ভেষজ উদ্ভিদের রয়েছে ব্যাপক চাহিদা। দেশে ইতিমধ্যে ৫/৬টি হারবাল কোম্পানিও গড়ে উঠেছে। ভেষজ পণ্যের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সহনীয় মাত্রায় হওয়ায় সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে এ সমস্ত পণ্যের গ্রহণযোগ্যতা বাড়ছে। মাথার চুল থেকে শুরু করে পা ফেটে যাওয়া রোধে সাধারণ মানুষ হারবাল পণ্য ব্যবহার করছে। এসব পণ্য উৎপাদনকারী একটি দেশী কোম্পানি হচ্ছে লীজান হারবাল লিমিটেড। হাত ও চুলের মেহেদি, ক্র্যাক আউট, কলপ, পাউডার, শ্যাম্পুসহ এদের ১৫টি পণ্য বাজারে রয়েছে। লীজান কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর নাজমুল হক সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'এ সমস্ত পণ্য তৈরিতে প্রায় ১০০ রকম ভেষজ উদ্ভিদ প্রয়োজন। যার অধিকাংশ চীন, পাকিস্তান ও ভারত প্রভৃতি দেশ থেকে সংগ্রহ করতে হয়।' দেশে ভেষজ উদ্ভিদের অপ্রতুলতা ও আমদানিতে বিভিন্ন সমস্যা থাকার ফলে লীজান কোম্পানি কুষ্টিয়ার মিরপুর থানায় ভেষজ উদ্ভিদের বাগান তৈরির কাজ হাতে নিয়েছে বলে তিনি জানান।

এছাড়াও ভেষজ উদ্ভিদের বাগান তৈরি করেছে হামদর্দ। সোনারগাঁয়ে তাদের এই নিজস্ব বাগানটি অবস্থিত। সরকারি উদ্যোগেও ভেষজ উদ্ভিদ রোপণে উৎসাহিত করা হচ্ছে। তবে এই উদ্যোগ চাহিদার তুলনায় যথেষ্ট নয়। বিভিন্ন মহাসড়কের দু'পাশে, ঢাকা শহরের রাস্তায় যে সমস্ত ডিভাইডার রয়েছে সেখানেও ওষুধি গাছ লাগানো যেতে পারে।

দেশে ভেষজ উদ্ভিদের যে সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে এটাকে কাজে লাগানোর জন্য প্রয়োজন যথার্থ গবেষণা। বর্তমানে দেশে যে ধরনের গবেষণা হচ্ছে সেটা যথার্থ নয় বলে মনে করেন উদ্ভিদ বিজ্ঞানী ড. আবুল হোসেন। তিনি ২০০০কে বলেন, 'যে গাছগুলোর ভেষজ গুণাগুণ সম্বন্ধে অল্প-বিস্তর জানা আছে, সেগুলো নিয়েই নতুন করে গবেষণা করতে অধিক আগ্রহী হচ্ছি। আমাদের আশপাশে যে সমস্ত গাছপালা প্রচুর পরিমাণ হচ্ছে সেসব গাছপালার ভেষজগুণ নির্ণয়ে আমরা মোটেই আগ্রহ দেখাচ্ছি না'। তবে ইদানীংকালে রপ্তানি বাণিজ্যের সম্ভাবনাকে মাথায় রেখে কৃষকরাও ভেষজ গাছের চাষ করছে। তাই মানুষ নতুন করে স্বপ্ন দেখছে, ভেষজ উদ্ভিদের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিতে হয়তো এটা নতুন মাত্রা যুক্ত হবে।

রপ্তানিযোগ্য কিছু ভেষজ উদ্ভিদ

নাম	পরিমাণ (মে. টন)	উৎস
কালোমেঘ	২৮৩	কুষ্টিয়া, টাঙ্গাইল, মধুপুর, গাজীপুর
বহেরা	৮১৪	চট্টগ্রাম ও চট্টগ্রামের পাহাড়ি অঞ্চল, মধুপুর, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, সিলেট
আদা	১৮০	চট্টগ্রাম, মধুপুর, ঢাকা, গাজীপুর, ফরিদপুর, রাজশাহী
মুথা	৪১৫	নোয়াখালী, ফেনী, ঠাকুরগাঁও, চট্টগ্রামের পাহাড়ি অঞ্চল
তুলসী	২২৯	টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, মধুপুর, চট্টগ্রামের পাহাড়ি অঞ্চল
উলট কম্বল	১০০	রংপুর, দিনাজপুর, রাজবাড়ী, পঞ্চগড়
অর্জুন	৩৩১	গাজীপুর, সিলেট, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, চট্টগ্রামের পাহাড়ি অঞ্চল।

ছবি : **সালাহ উদ্দিন টিটু**